[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত অন্যান্য সরকারি কর্মচারী, যাঁরা করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর থেকে দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁরাই এ সুবিধার আওতাভুক্ত থাকবেন। এঁদের মধ্যে করোনাভাইরাসে আক্রান্তরাই কেবল সুবিধা পাবেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, যেহেতু এটি করোনাভাইরাসের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই বিমাসুবিধার বিষয়টি রাখা হচ্ছে না। তার বদলে সরাসরি টাকা দিয়ে দেওয়া হবে।

এদিকে মন্ত্রণালয়ের করা খসড়া নীতিমালায় বলা হয়েছে, সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ১৫ থেকে ২০তম গ্রেডের কেউ আক্রান্ত হলে পাবেন ৫ লাখ টাকা, ১০ম থেকে ১৪তম গ্রেডের কেউ আক্রান্ত হলে পাবেন সাড়ে ৭ লাখ আর ১ম থেকে ৯ম গ্রেডের আক্রান্ত কর্মচারীরা পাবেন ১০ লাখ টাকা। একইভাবে ১৫ থেকে ২০তম গ্রেডের কেউ মারা গেলে ২৫ লাখ টাকা, ১০ম থেকে ১৪তম গ্রেডের কেউ মারা গেলে সাড়ে ৩৭ লাখ ও ১ম থেকে ৯ম গ্রেডের কেউ মারা গেলে পাবেন ৫০ লাখ টাকা।

তবে হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া ছাড়া কোয়ারেন্টিনে থাকা বা না থাকা ব্যক্তি এই সুবিধার আওতায় আসবেন না। কোভিড-১৯ ছাড়া অন্য কোনো রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি এ সুবিধা পাবেন না। সরকারি হাসপাতালের বাইরে বেসরকারি হাসপাতালে করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসা দেওয়া কোনো চিকিৎসক, নার্স বা কর্মী আক্রান্ত হলে বা মারা গেলেও সরকারি এ আর্থিক সুবিধা পাবেন না।

তবে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার বলেন, সরকার যদি কোনো বেসরকারি হাসপাতালকে করোনার চিকিৎসার জন্য ঠিক করে, তবে ওই হাসপাতালে যাঁরা চিকিৎসাসেবার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, তাঁদেরও সরকারি সুবিধাভোগীর আওতায় আনা উচিত।

কীভাবে দাবি করতে হবে আক্রান্ত সরকারি কর্মচারী বা তাঁদের নমিনিদের এ সুবিধার আওতায় অর্থসহায়তা পেতে আবেদন করতে হবে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে। এ জন্য লাগবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মনোনীত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র। পাশাপাশি লাগবে চিকিৎসার চার্টসহ হাসপাতালে ভর্তির প্রত্যয়নপত্র, হাসপাতালের বিল ও অন্যান্য বিল। আর মারা গেলে অবশ্যই লাগবে মৃত্যুসনদ। নানা প্রমাণপত্র সাপেক্ষেই আক্রান্ত ব্যক্তি বা মৃত ব্যক্তির নমিনিকে টাকা দেওয়া হবে।

এ ছাড়া যে কর্মচারীর পক্ষ থেকে এ সুবিধার জন্য আবেদন করা হবে, তিনি করোনা মোকাবিলায় কীভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, তার সুনির্দিষ্ট বিবরণসংবলিত প্রত্যয়নপত্রও লাগবে। সেখানে তাঁর কাজের ধরন, কোথায়, কীভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানপ্রধান এই প্রত্যয়নপত্র দেবেন। সূত্র-প্রখম আলো

প্রশাসন ক্যাডারের ৮ কর্মকর্তা করোনায় আক্রান্ত

মাঠ প্রশাসনে কর্মরত প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্তত ৮ জন করোনায় (কভিড-১৯) আক্রান্ত হয়েছেন। মাঠ প্রশাসন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে কালের কণ্ঠ এ তথ্য জানতে পেরেছে। তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারুন কালের কণ্ঠকে জানিয়েছেন, তার কাছে আসা তথ্য অনুযায়ী এ পর্যন্ত ছয় জনের খবর তিনি জানেন। এর মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক জালাল সাইফুর রহমান গত ৬ এপ্রিল মারা গেছেন। তিনি প্রশাসন ক্যাডারের ২২ ব্যাচের কর্মকর্তা ছিলেন।

ঢাকার পরই করোনার হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত নারায়ণগঞ্জেই সবচেয়ে বেশি কর্মকর্তা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানিয়া তাবাসসুম (৩৫তম ব্যাচ), সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা আক্তার (৩৬তম ব্যাচ), সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ আবদুল মতিন খান (৩৭তম ব্যাচ)।

গাজীপুরের টঙ্গী রাজস্ব সার্কেলের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম মোর্শেদ খান পাভেল (৩৩তম ব্যাচ), কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিমাদ্রী খীসা (৩৪তম ব্যাচ)। সৌদি আরবের লেবার কাউন্সেলর হিসেবে কর্মরত ২০ ব্যাচের কর্মকর্তা

আমিনুল ইসলামও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এ ছাড়া দুদকের একজন কর্মকর্তা ইতিমধ্যে মারা গেছেন। আরেকজন উপসচিব আক্রান্ত বলে জানা গেছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে তার আক্রান্তের কথা সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়নি।

জনপ্রশাসন সচিব রবিবার বিকেলে কালের কণ্ঠকে বলেন, যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে যারা মাঠে তাদের সংস্পর্শে ছিলেন তাদেরকে কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে।

তিনি বলেন, দেশের প্রশাসনসহ সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রেখে কাজ করার জন্য আগে থেকেই নির্দেশ দেওয়া আছে। একজন অফিসারের উপর অনেক কাজের দায়িত্ব। তাই তারা বেশি আক্রান্ত হয়ে গেলে পুরো দেশের কাজের সমস্যা হবে।

ইউসুফ হারুন আরো জানান, নারায়ণগঞ্জে ইতিমধ্যে দুইজন নতুন কর্মকতা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আশা করি কাজের কোনো সমস্যা হবে না।

উল্লেখ্য, নারায়ণগঞ্জের ডিসি অনেকে আগে থেকেই কোয়ারেন্টিনে আছেন। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি জেলার আরো কয়েকজন কর্মকর্তার করোনা টেস্ট দেওয়া হয়েছে। এগুলোর টেস্ট আগামীকাল পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে। সূত্র-কালের কন্ঠ

সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের ৫ চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত

রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পাঁচ চিকিৎসকের করোনাভাইরাস পজেটিভ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোশিয়েশন (বিএমএ)।

সূত্র জানায়, আক্রান্ত পাঁচজনের মধ্যে দুজন মেডিসিন বিভাগ, একজন শিশু বিভাগ, একজন অবেদনবিদ্যা বিভাগ ও একজন বহির্বিভাগের

চিকিৎসক।

তারা কোনো রোগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন কি না, তা এখনো নিশ্চত হওয়া যায়নি। হাসপাতালের একটি সূত্র জানায়, তাদের সন্দেহ, বহির্বিভাগের চিকিৎসক প্রথমে আক্রান্ত হন। পরে অন্যরা সংক্রমিত হন।

দেশে করোনাভাইরাসে এখন পর্যন্ত ৯১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া এ ভাইরাসটিতে এ পর্যন্ত ২ হাজার ৪৫৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন। সূত্র-যুগান্তর

গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তদের ৭৫ ভাগই ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের

স্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেছেন, রাজধানীসহ সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ৩১২ জন করোনাভাইরাস রোগী শনাক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগই ঢাকা (৬৬ শতাংশ) ও নারায়ণগঞ্জের (৩১ শতাংশ) বাসিন্দা। অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ সারাদেশের বিভিন্ন এলাকার।

আজ রবিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে অংশ নিয়ে তিনি এ তথ্য জানান। এর আগে রবিবার অনলাইনে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক জানান, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আরও ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ৯১ জনে। নতুন শনাক্ত হয়েছেন আরও ৩১২ জন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৪৫৬ জনে। নতুন করে ৯ জন সুস্থ হয়েছেন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলেন ৭৫ জন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

এখন পর্যন্ত মেহেরপুর করোনা মুক্ত

মেহেরপুরে মোট ১৭৪ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছিল আইডিসিআর এ ।

আজ রবিবার ২২ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ ।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বমোট রেজাল্ট এসেছে ১৩৮+২২= ১৬০, সবগুলোই নেগেটিভ ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মেহেরপুর এখন পর্যন্ত করোনা মুক্ত আছে।

ত্রাণের চাল চুরি: আরও ১২ জনপ্রতিনিধি বরখাস্ত

ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে আরও ১২ জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে রোববার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। বরখাস্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৩ জন ইউপি চেয়ারম্যান ও ৯ জন ইউপি সদস্য রয়েছেন।

ইতিপূর্বে গত ১২ এপ্রিল ৩ জন ও ১৫ এপ্রিল ৯ জন ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল। ফলে এ পর্যন্ত মোট ২৪ জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িক বরখাস্ত করা হল।

আজ যাদের বরখাস্ত করা হয়েছে তারা হলেন-নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার অর্জুনপুর বরমহাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আব্দুস সাত্তার, কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার নিয়ামতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মখদুম কবীর তন্ময় এবং বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মাঝিহট্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মির্জা

গোলাম হাফিজ সোহাগ।

বরখাস্ত হওয়া ইউপি সদস্যরা হলেন- বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের সদস্য মো. জাকির হোসেন এবং ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য মো. রোকনুজ্জামান, ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলার হাজিরহাট ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য মো. আব্দুর রব পাটোয়ারী, নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার অর্জুনপুর-বড়মহাটি ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের সদস্য মো. রেজা, নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের সদস্য শেখ মোশারেফ হোসেন এবং ৩ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য রনি বেগম, সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাসকাউলিয়া ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের সদস্য মো. রফিকুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বাগবাটি ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের সদস্য মো. আল-আমিন চৌধুরী এবং ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত সদস্য মোছা. আছিয়া খাতুন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল আত্মসাৎ, ভিজিডির চাল আত্মসাৎ, খাদ্য সহায়তা চাইতে আসা লোকজনকে মারধর, সরকারি নির্দেশ অমান্য করে দেশের সংকটময় মুহূর্তে এলাকায় অনুপস্থিত থাকা, উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় অনুপস্থিত ইত্যাদি কারণে তাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হল। তাদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়ে জেলহাজতে আছেন এবং কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে।

ত্রাণের চাল চুরি নিয়ে তোলপাড় চলছে দেশে। এই কাজে জনপ্রতিনিধিদের জড়িত থাকার খবর প্রকাশ হলে জনমনে ক্ষোভ আরও বাড়ে।

পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম ইতোপূর্বে ত্রাণ বিতরণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার ঘোষণা দেন এবং এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে অফিস আদেশ জারি করা হয়।আজ ১২ জন জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করা হল। সূত্র-যুগান্তর

সোনাপুরে মসজিদসহ বিভিন্ন স্থানে ছিটানো হয়েছে জিবানুনাশুক স্প্রে

মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের বিভিন্ন মসজিদসহ রাস্তা ও বাজারগুলোতে ছিটানো হয়েছে জিবানুনাশুক স্প্রে।

রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে মুজিবনগর কোভিট-১৯ ভলেন্টিয়ার সোনাপুর গ্রামের সদস্যবৃন্দদের উদ্যেগে এ সকল জিবানুনাশুক স্প্রে করা হয়।

এ সময় রাস্তা দিয়ে চলাচল সকল ভ্যান,নসিমন, করিমন, মটরসাইকেল এর চাকা ধুয়ে দেওয়া হয়।

কোনও উপর্সগ ছাড়াই করোনায় মৃত্যু, নতুন আতঙ্ক নারায়ণগঞ্জে

কোনও উপসর্গই ছিল না তার। কিন্তু মৃত্যুর পর নমুনা সংগ্রহ করে ফলাফল আসে করোনাপজিটিভ। করোনাভাইরাস নিয়ে এ রকম একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে নারায়ণগঞ্জ জেলা শহরে। আর নিয়ে এখন পুরো জেলায় আতঙ্ক।

জানা গেছে, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখার কর্মকর্তা মো. মজনুর হোসেন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তবে তার করোনা রোগের কোনও উপসর্গ ছিল না, কিন্তু মৃত্যুর পর পরীক্ষা করানো হলে তাতে তার রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

শনিবার তার ছেলে মাজহারুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন তার বাবার করোনা পজিটিভ ছিল। এর আগে ১৬ এপ্রিল তিনি মারা যান।

এদিকে, ইতোমধ্যেই জেলায় ২৪ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।

মরহুম মনজুর হোসেন জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন শাখার বেতার যন্ত্রচালক ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গেছেন।

মাজহারুল ইসলাম জানান, তার মৃত্যুর পর নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। আমাদেরকে ১৭ এপ্রিল রাত সাড়ে ১১টায় ফোন করে হাসপাতাল থেকে জানানো হয়েছে, আমার বাবার করোনা পজিটিভ ছিল। আজকে আমরা সেখানে যাওয়ার পর আমাদেরকে সকল কাগজপত্র (মৃত্যু সনদ) বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং লাশ ঢাকায় দাফন করা হয়েছে।

তিনি জানান, তার বাবার করোনার কোনও উপসর্গই ছিল না। তিনি সুস্থ ছিলেন। ১৫ এপ্রিল রাতে তিনি গ্যাসটিকের ব্যথা অনুভব করলে ওষুধ খান। এতে তার পেট খারাপ হলে ১৬ এপ্রিল সকাল ৬টায় আমরা তাকে নিয়ে হাসপাতালে যাই। সকাল ৯ টায় তিনি মারা যান।

শনিবার বিকালে তার মৃত্যুতে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ শামীম বেপারী স্বাক্ষরিত শোক বার্তায় জানানো হয়, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় প্রো-একটিভ মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল লিমিটেডে থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই ইন্তেকাল করেন তিনি। মরহুমের আকস্মিক মৃত্যুতে জেলা প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী গভীরভাবে শোকাহত। আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

এদিকে, নারায়ণগঞ্জে প্রথম এমন উপসর্গহীন করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংবাদে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন দফতরে।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন